সমকাল

তারিখ 10 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কেমন হলো বাজেট

শিক্ষায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ হচ্ছে না

■ সাব্বির নেওয়াজ

আগামী অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতকে অবহেলা করা হয়েছে। ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ শিক্ষা খাতের জন্য যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার বেশিরভাগই এখনও পূরণ হয়নি। আরেকটি নির্বাচন সামনে রেখে এ খাতে সরকার গুরুত্ব বাড়াবে, এমনটাই প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু বাজেট ঘোষণার পর আশাহত হয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষা খাতে আনুপাতিক বরাদ্দ এবারও কমেছে।

- কোনো বরাদ্দ নেই এমপিওভুক্তিতে
- জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেই

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে সাত বছর ধরে। এ সময়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে কমপক্ষে আট হাজার। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সব মহলের প্রত্যাশা ছিল, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ থাকবে। সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে জোরালো তাগিদ ছিল। তবুও নতুন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি এবারও। শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল চালু, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি এবং শিক্ষক নিয়োগে পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়নি। ২০১০ সালে পাস হওয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। অথচ এ খাতেও কোনো বরাদ্দ নেই। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর উন্নীত করতেও পৃথক বরাদ্দ নেই।

বাজেট বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা খাতে এবার বরাদ্দ কমেছে। কাগজে-কলমে অবশ্য শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত মিলিয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাজেটে সর্বোচ্চ রয়েছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকে আলাদা করে শিক্ষা খাতের হিসাব করলে বিপরীত চিত্র বেরিয়ে এসেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট বাজেটের ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ। অথচ এ বিভাগে চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটের ৭ দশমিক ৮৮ ভাগ বরাদ্দ ছিল। সংশোধিত বাজেটে তা কিছুটা কমে ৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ কথাটি আসলে শুভঙ্করের ফাঁকি। শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জুড়ে দিয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেখানো হচ্ছে। শিক্ষার বরাদ্দ আলাদা করে দেখানো হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যা বরাদ্দ, তা আসলে সবই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট, মোটেও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নয়। বাজেটের ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ বরাদ্দের কথা বলা হলেও প্রযুক্তি থেকে শিক্ষাকে আলাদা করলে দেখা যায়, বরাদ্দ মাত্র ১২ শতাংশ। তার মানে বরাদ্দ গতবারের চেয়ে আরও কমে গেছে। তিনি বলেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ আগের চেয়ে আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা শিক্ষার মান বাড়ানোর কথা বার বার বলছি। তাই টাকার অঙ্কে কিছুটা বাড়লেও শতাংশের হিসেবে এবারের বাজেটে বরাদ্দ কমেছে। শিক্ষার্থীপ্রতি মাথাপিছু বরাদ্দও কমেছে। জেন্ডার বাজেটও আগের চেয়ে বরাদ্দ কমেছে। ইন্টারনেট ব্যবহারে ট্যাক্স বসেছে। এভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা কঠিন।'

এবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নে ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

শিক্ষায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

১৪ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি প্রকল্প গ্রহণের সরকারি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১২০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২৮৫টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া, সার্বিক শিক্ষা খাতের মানোন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, পাঁচটি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানান। **বরাদ্দ কমেছে সব মন্ত্রণালয়ে** : আগামী অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২২ হাজার ২২ কোটি টাকা। এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ৫ দশমিক ৫০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের (২০১৬-১৭) মূল বাজেটে এ মন্ত্রণালয়ে ২২ হাজার ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যা বাজেটের ৬ দশমিক ৫১ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে তা কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। ফলে সংশোধিত বাজেটের চেয়েও নতুন বাজেটে এখানে প্রকৃত বরাদ্দ কম। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৩ হাজার ১৪১ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ। আগের মূল ও সংশোধিত বাজেটে এ অনুপাত এর চেয়ে বেশি।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সমকালকে বলেন, শিক্ষা খাতে বাজেটে কোনো অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হয়নি। কোন কাজটি আগে করা দরকার, কোনটি পরে করলেও চলবে এমন কিছুই নেই। তিনি বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধির কথা বলা হলেও আসলে তা সত্য নয়। মোট শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পাওয়ায় বিজ্ঞানেও কিছু বেড়েছে। আসলে প্রকৃতপক্ষে বাড়েনি। বিজ্ঞান শিক্ষায় বাজেটে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, শিক্ষানীতি-২০১০ দীর্ঘ সাত বছর আগে প্রণীত হলেও এটি বাস্তবায়নের জন্য গত ছয়-সাতটি বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। এবারও কোনো নির্দেশনা নেই। বলা হচ্ছে, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাহিদার কাছাকাছি এবারের বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তাহলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট, বৈশাখী ভাতা এবং যোগ্যতার সব শর্ত পূরণ করেও যারা আজ পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হতে পারেনি, বাজেটে তাদের উল্লেখ নেই কেন? কিসের ভিত্তিতে চাহিদা দেওয়া হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে? শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শাজাহান আলম সাজু সমকালকে বলেন, নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি বেসরকারি শিক্ষকদের বৈশাখী ভাতা, পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা ও ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ বাজেটে নেই। তিনি এ বিষয়ে সরকারের কাছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেন।

নতুন এমপিও বন্ধ ৭ বছর : সাত বছর ধরে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ। সর্বশেষ এমপিওভুক্ত করা হয়েছে ২০০৯ সালের ১৬ জুন। সেদিন সারাদেশের এক হাজার ৬০৯টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) এমপিওভুক্তি করা হয়। প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী সে সময়ে সরকারি বেতনের আওতায় এসেছিলেন। এরপর আর কোনো উদ্যোগ নেই। বর্তমানে সারাদেশের প্রায় সাড়ে ১০ হাজার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব যোগ্যতা পূরণ করে এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।